০৩-০৮-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - দূরদর্শী এবং বিশাল বুদ্ধি সম্পন্ন হও, শিববাবার কাজে কখনো ডিস্টার্ব করো না। যারা ডিস্টার্ব করবে, তারা কখনোই উঁচু পদ পাবে না"

প্রশ্ন : - এই দুনিয়াতে মানুষের মধ্যে কি চিন্তা থাকে যা সত্যযুগে দেবতাদের মধ্যে কখনো আসবে না?

উত্তর : - এখানে মানুষ ভাবে যে আমি ভালো উপার্জন করলে আমার ছেলে এবং নাতি খেতে পাবে। কিন্তু দেবতাদের মধ্যে এইরকম চিন্তা-ভাবনা থাকবে না, কারণ তাদের সকল সন্তান এবং নাতি এখান থেকেই উত্তরাধিকার নিয়ে যায়। ওরা মনে করবে যে আমাদের রাজত্ব হল অবিনাশী। এখানেই প্রত্যেকে নিজ নিজ পুরুষার্থ করছে।

গীত : - মাতা ও মাতা তুমিই ভাগ্য বিধাতা ....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা মাতাদের মহিমা শুনল। বাচ্চারা জেনে গেছে যে কোন্ মাতাদের মহিমা করা হয়। মাতাদের যখন এত মহিমা করা হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আগে কখনো এইরকম ছিল। এখন তারা এইরকম নয়। যিনি আগে চৈতন্য রূপে জগৎ অম্বা ছিলেন, ভক্তিমার্গে তাঁর মহিমা করা হয়। কিন্তু তিনি কি করেছিলেন সেটা তোমরাও জানতে না। জগৎ অম্বার মন্দিরে যায়, গিয়ে কিছু না কিছু প্রার্থনা করে। কারোর সন্তানের আশা থাকে, কেউ আবার আশীর্বাদ চায়। কিন্তু জড় মূর্তি তো কিছু করতে পারবে না। এটাই হল ভক্তিমার্গ। তোমরা জানো যে তিনি অতীতে ছিলেন। জগৎ অম্বার মহিমা করা হয়। কেবল একজন তো নয়। তোমরা সকল ব্রাহ্মণ বংশকে পালন কর। এরপর দেবতা বংশকে পালন করবে। আসলে এইসময়ে তোমরা সমগ্র জগতকে পালন কর। কিন্তু কেউ এটা জানে না। চন্ডিকা দেবীর জন্যেও মেলা বসে। চন্ডিকা নামটা কত খারাপ। বাবা বলেন, যে বাচ্চা আশ্চর্যজনক ভাবে ছেড়ে চলে যায়, সে গিয়ে চন্ডাল হয়ে জন্মায়। বাড়িতে কেউ খুব উগ্র হলে তাকে চন্ডী কিংবা চন্ডাল বলা হয়। শিববাবার বাচ্চা হওয়ার পরেও যদি খুব চঞ্চলতা করে অর্থাৎ অবজ্ঞা করে, শিববাবার সেবাতে ডিস্টার্ব করে তাহলে শেষে তারা চলে যায়। যদি কোনো ব্রহ্মাকুমারী সেন্টারে থাকে অথচ কিছু না কিছু অবজ্ঞা করে, কাউকে বোঝাতে পারে না, ক্রোধ করতে থাকে, তাহলে সবাই বলবে যে এর মধ্যে তো অনেক ক্রোধ আছে। চন্ডিকা তো একজন কেউ নয়, অনেকজন। দেবীদের যেমন মহিমা করা হয়, সেইরকম যারা চন্ডিকা ইত্যাদি হয় তাদেরও গায়ন করা হয়। ঈশ্বরের সন্তান তো হয়েছে। যদি কেউ চলেও যায়, তবুও সে স্বর্গে তো আসবে, মালিক তো হবে, তাই না? যদিও কেবল রাজা-রানীই মালিক হয়, কিন্তু প্রজারাও বলবে যে আমিও মালিক। যেমন কংগ্রেসের লোকেরা বলে- আমার ভারত, মহান ভারত। আজকাল তো গীতও গায় - ভারত অতি সুন্দর। কিন্তু এখন তো রক্তের নদী বইছে। এখন তোমরা বেহদের বাবার সন্তান হয়েছ। গোপীবল্লভের গোপ-গোপীদের অনেক গায়ন আছে। বাবাকে বল্লভ বলা হয়। গায়ন করা হয়- একজন গোপীবল্লভের অনেকজন গোপ-গোপী। সত্যযুগে তো কোনো গোপীরা থাকবে না। তোমরা বাচ্চারা এখন দূরদর্শী এবং বিশাল বুদ্ধি সম্পন্ন হয়েছ। বুদ্ধির তালা খুলে গেছে। এই জন্মের জীবন কাহিনীটা তোমরা খুব ভালো ভাবেই জানো। প্রত্যেকের-ই নেশা আছে। কেউ যদি খুব ধনী হয়, তাহলে তার নিজ সম্পত্তির জন্য নেশা থাকবে। সে ভাববে, আমিই হলাম সবথেকে ধনী। কিন্তু

তোমরা জানো, আজকে যে ধনী, কালকে সে গরিব হয়ে যাবে। তোমাদের বুদ্ধি এবং অন্য মানুষের বুদ্ধির মধ্যে দিন-রাতের পার্থক্য। বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ধরনের নেশা থাকে- আমি হলাম অমুক, আমি হলাম এইরকম...ইত্যাদি। এনারও নেশা ছিল যে আমি খুব বড় জহুরী। এখন বুঝেছে যে ওইসব নেশা তো কড়িতুল্য। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরও নেশার পারদ চড়েছে। ওরা মনে করে, আমি উপার্জন করলে আমার ছেলে-নাতিরা খাবে। এখানে ঐরকম ব্যাপার নেই। তোমরা জানো যে আমরা বেহদের বাবাকে চিনে তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছি। এর প্রাপ্তি আমরা নিজেরাই প্রতি জন্মে পাব। 'ছেলে-নাতি' সবাই এখানে পুরুষার্থ করছে। 'আমার নাতি খাবে' - এইরকম চিন্তাভাবনা এখানে থাকে না। বাচ্চারা জানে যে ওই রাজত্ব অবিনাশী হবে। এখানে তো রাজারা ভাবে যে ছেলে-নাতিরা খাবে। তোমরা এখন বাবার কাছ থেকে এত উত্তরাধিকার নিচ্ছ, এমন কর্ম করছ যার ফল ২১ জন্ম ধরে পাবে। পুত্র এবং নাতির জন্য কোনো চিন্তা থাকবে না। তারাও সবাই এখান থেকেই উত্তরাধিকার পায়। তোমাদের কাছে কত জ্ঞান আছে। মানুষ তো কিছুই জানে না। যে গড ফাদারকে মানুষ এত স্মরণ করে, তাঁর কাছ থেকে নিশ্চয়ই অনেক সুখ পাওয়া যায়। গায়ন করা হয়- হে পরমপিতা পরমাত্মা, দয়া কর। তাঁকে পরম আত্মা বলা হয়। তিনি হলেন সুপ্রিম। তিনি জন্ম মৃত্যুর চক্রে আসেন না, তাই তাঁকে পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা বলা হয়। সকল আত্মার রূপ একরকম। যেমন পুরুষার্থ করে, সেইরকম পদ পায়। এই আত্মা (ব্রহ্মাবাবা) ভালোভাবে পড়ে, তাই নারায়ণ হয়ে যায়। কেউ যদি ফেল করে যায়, তাহলে রাম হবে। আত্মাই তো এইরকম হয়। তোমরা আত্মারা বুঝতে পার যে আমি পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে রাজযোগ শিখছি। এরপর আত্মা এখানে এসে নুতন শরীর ধারণ করে অভিনয় করবে, নর থেকে নারায়ণ হবে। এই কথাটা পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। এরপর এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে। ওখানে তো কেউ পতিত থাকবে না। তাহলে জ্ঞান কাকে দেবে? পতিত-পাবনকে এখানেই স্মরণ করে। আচ্ছা, গঙ্গা যদি পতিত-পাবনী হয়ও, কিন্তু সে তো রাজযোগ শেখাতে পারে না। বাবা রাজযোগ শেখান। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতেই এই ড্রামার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সমস্ত রহস্য আছে। তোমরা সবাই এক ক্লাসে পড়। কিন্তু বিভিন্ন ক্রম রয়েছে। যখন শুরু হয়েছিল, তখন ৩০০ জন একসাথে ভাট্টি করত। গোয়ালে ১০০০ টা গরু একসাথে থাকলে কেউ সামলাতে পারে না। ভাট্টিও কমজনকে নিয়ে হয়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এখনো টিকে আছে, কেউ আবার চলেও গেছে। কোনো কোনো বাচ্চা মনে করে, আমি যদি শুরু থেকে থাকতাম তাহলে কত ভালো হত। কিন্তু এইরকম কোনো ব্যাপার নেই। পুরাতনদের মধ্যেও কতজন চলে গেছে। ২৫-৩০ বছর হয়ে গেছে এমন বাচ্চাও এটা মনে রাখে না যে তিনি হলেন বেহদের বাবা, যার কাছ থেকে আমরা উত্তরাধিকার পাই। এক সেকেন্ডের ব্যাপার। বাবা বলেন, তুমি আমার সন্তান হলে স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে। জীবনমুক্তি তো রাজারাও পায়, প্রজারাও পায়। গায়ন আছে- এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্তি। যেসব বাচ্চারা পুরোপুরি পড়ে না, তারা কি করে? চঞ্চলতা। কোনো কোনো বাচ্চা খুব আজ্ঞাবহ হয়। বাবার থেকেও ভালো পদ প্রাপ্ত করে। বাবা হয়তো ১০০-২০০ টাকা উপার্জন করে। কিন্তু ছেলে লাখপতি হয়ে যায়। অলৌকিক সম্বন্ধেও এইরকম হয়ে থাকে। ৭ দিনের বাচ্চাও ২৫ বছরের বাচ্চার থেকে আগে চলে যায়। বিভিন্ন ক্রম তো থাকবেই। বাস্তবে তোমরা সবাই সজনী, এক সাজনকে (প্রিয়তম) স্মরণ কর। তোমরা জানো যে বাবা এসে আমাদেরকে সুখধামের উত্তরাধিকার দেন। লৌকিক পতি থাকা সত্ত্বেও তাকেই স্মরণ করে যিনি হলেন সকল পতির পতি। পারলৌকিক সাজন তো অমৃত পান করান। তাই তাঁকেই স্মরণ করা হয়। এরপর তোমরা স্বর্গের মালিক হয়ে গেলে আর কাউকে স্মরণ করবে না। বর্তমান পুরুষার্থের দ্বারা ২১ জন্মের প্রাপ্তি পেয়ে যাও। তোমাদের

বুদ্ধির তালা এখন খোলা আছে। কিন্তু সেটাও আবার ক্রমানুসারে। তাই রাজত্বও ক্রমানুসারে পাবে। তোমাদেরকে সবকিছু বোঝানো হয়ে গেছে। এখানে ভালোভাবে পড়াশুনা করলে তোমরা অনেক উঁচু পদ পাবে। না হলে যে মূর্খ, সে বিদ্বানের সামনে নত মস্তক হবে। তাই খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করতে হবে। এটা পুরুষার্থের জন্য খুব ভালো সময়। তোমরা জানো, যতক্ষন বেঁচে থাকব, ততক্ষন জ্ঞানামৃত পান করতে হবে অর্থাৎ পড়তে হবে। স্যাপলিং লাগানো হচ্ছে। কেউ ঝট করে বুঝে গেলে বোঝা যায় যে এই বাচ্চার পদ খুব ভালো হবে, বাবার সমীপে অবস্থিত সুন্দর ফুল, যে তন-মন-ধন সবকিছু অর্পণ করে দিয়ে সেবাতে দারুনভাবে নিযুক্ত হয়ে গেছে। সে বুঝেছে, সেবাতে যত বেশি সময় দেব, ততই ভালো। যেমন বাবা আমাদের মত জ্ঞাননেত্রহীন অন্ধদের লাঠি হয়েছেন, সেইরকম আমাদেরকেও হতে হবে। তোমরাও ধীরে ধীরে এক-দুইজনের লাঠি হচ্ছ। রাবন অন্ধ বানিয়ে দিয়েছে। এখানে তোমাদেরকে বোঝানো হয় যে এই সময়ে গোটা দুনিয়াটাই হল লঙ্কাপুরী। সবাই শোকবাটীকাতে রয়েছে। নাম রেখেছে অশোক হোটেল। সেখানে খুব আনন্দ করে। তোমরা এখন জেনেছ যে বাবা এসেছেন। মহাভারতের লড়াই অতি নিকটে। এই যুদ্ধ তখন হবে, যখন ঘরে যাওয়ার গেট খুলবে। এটা দ্বাপরযুগে হবে না। এখন তো ঘন অন্ধকার। ব্রাহ্মণদের জন্য এখন রাতের অবসান হয়েছে, বাবা এসে গেছেন। এইসব কথা কেবল তোমরা বাচ্চারাই জানো। স্কুলে সবাই পড়াশুনা করে। কেউ খুব ভালো নম্বর পায়, কেউ আবার ফেলও করে। ফেল করলে চন্দ্রবংশে চলে যাবে। রামকে ক্ষত্রিয় দেখানো হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ জানে না। লব ও কুশের ব্যাপারে কিসব কথা শোনায়। কত মিথ্যা দোষ লাগিয়ে দিয়েছে। গায়ন করে- রাম রাজা, রাম প্রজা, ধর্মের উপকার। তাহলে এইসব কথা এল কোথা থেকে? এইসব হল বোঝার বিষয়। তোমরা জানো যে এইসব জ্ঞান ক্রমানুসারে আমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। স্টুডেন্টদেরকে খুব তীব্র গতিতে পুরুষার্থ করতে হবে। আমরা হলাম গড ফাদারের স্টুডেন্ট। এমন কে আছে, যে শিক্ষককে স্মরণ করে না। আমরা হলাম পতিত-পাবন গড ফাদারের স্টুডেন্ট। এই কথার দ্বারা বাবা, শিক্ষক, সদগুরু তিনটে সম্বন্ধই প্রকাশিত হয়। তোমরা সবাই সীতা, রাবনের শোক বাটীকাতে পড়ে আছ। নিরাকার গড ফাদার হলেন জ্ঞানের সাগর এবং নলেজফুল। কৃষ্ণকে অথবা লক্ষ্মী-নারায়ণকে এইরকম বলা যাবে না। তাঁর মহিমা সম্পূর্ণ আলাদা। গীতেও আছে- যিনি এইরকম বানান, তাঁর মহিমা অপরমঅপার। তোমরা বল যে বাবা, আমি তোমার কাছ থেকে পুরো উত্তরাধিকার নেব। তুমি কত মিষ্টি, কত সুন্দর। লক্ষ্মী-নারায়ণও কত মিষ্টি, কত সুন্দর। ছবিতেও লক্ষ্মী-নারায়ণকে সদাহাস্য দেখানো হয়। তোমরা জানো যে দেবতারা এই ভারতেই ছিল। এখন ওরা কোথায় আছে? তোমরা সবাইকে বল যে এটা হল ওদের অন্তিম জন্ম। এরপর পুনরায় কৃষ্ণ হয়ে যাবে। এখন কৃষ্ণপুরী স্থাপন হচ্ছে। কৃষ্ণও রাজযোগ শিখছে। তোমরাও যদি কৃষ্ণপুরীতে যেতে চাও, তাহলে রাজযোগ শেখ। লক্ষ্মী-নারায়ণের কথা বললেই মানুষের মনে সংশয় হয়। কৃষ্ণকে দোলনায় দোলায়। কিন্তু পূজা করে লক্ষ্মী নারায়ণের। এদের ছোটবেলার কোনো কাহিনী নেই। রাধা-কৃষ্ণ বড় হয়ে কোথায় গেল, কি হল- কিছুই জানে না। রাধা-কৃষ্ণ একে অপরের ভাই বোন ছিল না। এখন রাধা কৃষ্ণের রাজত্ব নেই। কিন্তু দ্বাপরযুগেও তো ওদের রাজধানীর কোনো নিদর্শন ছিল না। এইসব কথা বোঝার জন্য খুব ভালো বুদ্ধি দরকার। সাহিত্য লেখার জন্যেও পরিশ্রম করতে হয়। বিষ্ণুর হাতে কত অলংকার দেখিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এইসব অলংকার বিষ্ণুর হাতে থাকে না। বিষ্ণু কিংবা লক্ষ্মী-নারায়ণের হাতে কোনো শঙ্খ থাকবে না। মানুষ তো কিছুই বোঝে না। শঙ্খ তো তোমাদের কাছে আছে। তাই অলংকার তো ব্রাহ্মণদেরকেই দেওয়া উচিত। দুনিয়ার মানুষ বলবে- এইসব ব্রাহ্মণরা কোথা থেকে এল? কিছুই বুঝতে পারে না। তোমরা বোঝাতে পার যে আমরা হলাম স্ব-দর্শন চক্রধারী ব্রাহ্মণ। এইসকল কথা বোঝানোর জন্য

খুব বুদ্ধি দরকার। যাদের বুদ্ধি কম, অর্থাৎ প্রজা হওয়ার যোগ্য, তারা এইসব কথা বুঝবে না। ওদেরকে বোঝানো খুব কঠিন বলে মনে হয়। বাবাও পত্রতে লেখেন- সিকিলাধে স্বদর্শন চক্রধারী ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী। কিন্তু তোমাদের কাছে অলঙ্কার কোথায়? ছবিতে তো দেবীদের ত্রিনয়ন দেখানো হয়েছে। কিন্তু ওদের কোনো ত্রিনয়ন থাকে না। তোমাদের এখন তৃতীয় চক্ষু খুলেছে। তোমাদের অর্থাৎ শক্তিসেনাদের মহিমা করা হয়। জগৎ অম্বা যখন আছেন, তখন তাঁর সাথে তাঁর বাচ্চারাও থাকবে। মাতাদের সংখ্যাই বেশি। মাতাদেরকেই ওপরে ওঠানো হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১ ) সেবার দ্বারা নিজের সময়কে সফল করতে হবে। তন-মন-ধন সবকিছু অর্পণ করে, যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন পড়া পড়তে হবে।

২ ) নিজেদের মধ্যে জ্ঞানের দ্বারা একে অপরের পালনা করতে হবে। এমন কোনো কাজ করা উচিত নয় যাতে বাবার অবজ্ঞা হয়।

বরদান : - বিশেষত্বের বীজ দ্বারা সন্তুষ্টতারূপী ফল প্রাপ্ত করতে সক্ষম বিশেষ আত্মা হও

এই বিশেষ যুগে বিশেষত্বের বীজের সবথেকে শ্রেষ্ঠ ফল হল - "সন্তুষ্টতা"। সন্তুষ্ট থাকা এবং সবাইকে সন্তুষ্ট করা - এটাই হল বিশেষ আত্মার নিদর্শন। তাই বিশেষত্বের বীজ অথবা বরদানকে সর্বশক্তির জল দ্বারা রোপন করলে তা ফলদায়ক হয়ে যাবে। নয়তো বড় হয়ে যাওয়া বৃক্ষও তুফান আসলে হিলতে থাকবে এবং ভেঙে যাবে। অর্থাৎ আগে এগোনোর উৎসাহ-উদ্দীপনা, খুশি বা রুহানি নেশা থাকবে না। তাই বিধিপূর্বক শক্তিশালী বীজকে ফলদায়ক বানাও।

স্লোগান:- অনুভবরূপী প্রসাদ বিতরণ করে দুর্বলকে সবল বানিয়ে দেওয়া - এটাই হল সবথেকে বড় পুণ্য।